প্রেস বিজ্ঞপ্তি

UNFCCC কে জমাদানকৃত বাংলাদেশের প্রথম Interim (অন্তঃবর্তীকালীন) NDC নথিটির বিশ্লেষণ এবং চূড়ান্তকরণে প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে CPRD।

আজ ৬ ফেব্রুয়ারি,২০২১ শনিবার সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি) এবং ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া-বাংলাদেশ (CANSA- Banglades) এর যৌথ উদ্যোগে " **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশের প্রথম Enhanced Nationally Determined Contributions (পুনর্মূল্যায়িত জাতীয়ভাবে নির্নীত অবদান) প্রকাশের প্রেক্ষিতে আমাদের প্রত্যাশা এবং প্রস্তাবনা** " শীর্ষক এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্মূল্যায়িত জাতীয়ভাবে নির্নীত অবদান বিষয়ে নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা, সদ্য জমাদানকৃত Interim (অন্তঃবর্তীকালীন) নথিটির সুচিন্তিত বিশ্লেষণ উত্থাপন এবং NDC বিষয়ে প্রস্তাবনা তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন এবং সভাপতিত্ব করেন সি.পি.আর.ডি'র নির্বাহী প্রধান জনাব মো: শামসুদ্দোহা। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিষ্ট ফোরামের সভাপতি জনাব কাউসার রহমান, জনাব নিখিল ভদ্র সিনিয়র সাংবাদিক এবং সুন্দরবন ও উপকুল সুরক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক, বক্তব্য রাখেন জনাব আকিব জাবেদ সি.পি.আর.ডি'র সিনিয়ার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট সঞ্চালনা করেন সি.পি.আর.ডি'র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট (পলিসি এন্ড এডভোক্যাসি) আল ইমরান।

লিখিত বক্তব্যে জনাব মো: শামসুদ্দোহা বলেন, যেখানে শিল্প বিপ্লবের আগে হাজার বছর ধরে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ছিল কমবেশি ২৮০ $\pm$ ১০ পিপিএম, বর্তমানে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৪২০ পিপিএম ছাড়িয়ে গেছে, যা বিগত ৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরেও দেখা যায়নি। বায়ুমন্ডলে তাপ বৃদ্ধিকারী (তাপ শোষণ ও তাপ ধারণকারী) এসব গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনো-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিনহাউজ গ্যাসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ইতোমধ্যে শিল্প-বিপ্লবের পর্যায় থেকে ১.১০ সে বেড়েছে। ইতোমধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এই উর্ধমূখী প্রবণতার ফলে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র। বাড়ছে আবহাওয়াজনিত চরম দুর্যোগ। মানুষের জীবনজীবিকা ক্রমেই ঝুঁকিগ্রস্থ হচ্ছে; বাড়ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে রাষ্ট্রসমূহ যদি তাদের NDC লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে তবুও পৃথিবীর উষ্ণতা শিল্প বিপ্লব পূর্ব পর্যায় হতে ৩ থেকে ৪° সে. পর্যন্ত বাড়তে পারে যা পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের প্রতি হুমকীস্বরূপ। ইতোমধ্যে IPCC এর বিশেষ প্রতিবেদন ১.৫০ সে রিপোর্টে বলেছে যে পৃথিবীর উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ২০২১ সাল নাগাদ অবশ্যই ১.৫০ সে. এ সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে না হয় অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সম্পর্কিত ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা ব্যাপকতর হবে। NDC এর কার্বন উদগীরণের হ্রাসের বর্ধিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া Paris Agreement এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং এই ক্ষেত্রে অধিক কার্বন নির্গমনকারী দেশ সমূহ এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অগ্রগণ্য। ১৯৯২ সালে প্রণীত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সার্বজনীন কর্মকাঠামো UNFCCC তে সুস্পষ্টভাবেই সর্বাগ্রে কার্বন উদগীরণ হ্রাসের বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহকে তাগিদ দেয়া হয়েছে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কার্বন উদগীরণের মাত্রা কমানোর জন্য ধনীদেশগুলোর আইনী (UNFCCC এবং পরবর্তীতে কিয়োটো প্রটোকল এর আওতায়) বাধ্যবাধকতা থাকলেও ধনীদেশগুলো তাদের দায়ভার এড়িয়ে গেছে

তিনি আরও বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে বাঁচতে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এই বিষয়টি নিয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশকে একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য, ব্যাখ্যাযোগ্য, কার্বন উদগীরণ হ্রাসকরণকে হিসাবে করা যায় এমন একটি পুনর্মূল্যায়িত NDC তৈরি করতে হবে। জনাব শামসুদ্দোহা জোর দিয়ে বলে পুনর্মূল্যায়িত NDC তে এমন কোন খাত সম্পৃক্ত করা যাবে না যেখানে দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল একই সাথে পরিবেশের এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় না নিয়ে কোন কর্মকাণ্ড করা হলে সেগুলো বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনবেনা। Interim (অন্তঃবর্তীকালীন) NDC নথিটির বিশ্লেষণে করতে গিয়ে তিনি বলেন মূল দলিলটি মোট আঠারো ১৮ পৃষ্ঠার। এই আঠারো পৃষ্ঠার মধ্যে কভার পেইজ এক পৃষ্ঠা, সূচিপত্র এক পৃষ্ঠা, ছবি এক পৃষ্ঠা, একেবারেই শূন্য (ব্ল্যাংক) ছয়টি (৬) পৃষ্ঠা, ৪-৫ লাইন করে লেখা আছে দুইটি পৃষ্ঠায় এভাবে ১১ পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে। লিখা (Text) রয়েছে এমন সাত (৭) টি পৃষ্ঠার মধ্যে; সূচনা বক্তব্য ১ পৃষ্ঠা, অভিযোজন (Adaptation) উদ্দ্যোগ বিষয়ে বলা হয়েছে ১ পৃষ্ঠায়, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কার্বন নির্গমন হ্রাসে কি কি নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সার কথা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ৫ পৃষ্ঠা জুড়ে । সবশেষ পৃষ্ঠায় (পৃষ্ঠা নং ১৩) বর্ধিত NDC ২০২০ বিষয়ে বলা হয়েছে যার বেশির ভাগই অপ্রাসঙ্গিক কারণ এ অধ্যায়ে কোন বিশেষ খাত বিষয়ে বলা হয়নি যেটি বর্ধিত NDC এর আওতায় আসবে। কার্বন নির্গমন হ্রাসে প্রাসংঙ্গিক লিখা (Text) রয়েছে মাত্র চার লাইন। তিনি বলেন NDC প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে এবং বাংলাদেশকে একটি টেকসই,

পরিবেশবান্ধব উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার কাজে অংশ নিতে এদেশের নাগরকি সমাজ এবং বিভিন্ন অংশীজন বদ্ধপরিকর। তিনি এবং তার সংগঠন NDC বিষয়ে আরো সুচিন্তিত মতামত নিয়ে আগামীদিনে হাজির হবেন বলে উল্লেখ করেন।

জনাব কাউসার রহমান তার বক্তব্যে বলেন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সারাপৃথিবীতেই কথা হচ্ছে কিন্তু তার পরও আমরা দেখছি এখনো নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এটা নিয়ে জানা-বুঝার ঘাটতি রয়েছে। আমরা আজকে বাংলাদেশের Interim (অন্তঃবর্তীকালীন) NDC সাবমিশনের প্রেক্ষিতে কথা বলতে এসেছি। বাংলাদেশ সল্প সামর্থের মধ্যেও কাজ করেছে সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা মনে করি NDC বিষয়ে বাংলাদেশ কে আন্তর্জাতিক বিশ্বেরও অনেক সহযোগীতা করতে হবে। বাংলাদেশ যে NDC টি জমাদিয়েছে তার টেকনিক্যাল দিকগুলো দেখে আমরা হতাশ হয়েছি। আমাদের এমন কোন সেক্টরকে যুক্ত করা যাবেনা যেটার ফলে দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমরা দেখলাম কৃষি ক্ষাতকে এখানে যুক্তকরা হয়েছে যেটির সাথে দেশের অধিকাংশ মানুষের উপার্জন জরিত। বাংলাদেশের অনেক মানুষেরই এখন টাকা হয়েছে যার ফলে তার অনেক বিলাসী দ্রব্য ব্যবহার করে যেটা থেকে কার্বন উদগীরণের হয়, এছাড়া জ্বালানী সেক্টরেও অনেক সুযোগ আছে সেগুলোকে যুক্ত করা যেত। Interim (অন্তঃবর্তীকালীন) NDC প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সকল কে যুক্ত করা হয়নি বলেই এমন কৌশলগত দুর্বলতা রয়েছে।

জনাব নীখিল চন্দ্র ভদ্র বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ি গুষ্ঠি গুলাকে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের বিষয়টি বারবার তাগাদা দিতে হবে। একি ভাবে বাংলাদেশের মতন দেশগুলোকেও নিজেদের সামর্থ মতন যথাযথ নীতি প্রণয়ন করতে হবে। আমরা দেখেছি অনেক সময় ভুল নীতির ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে কষ্ট বইতে হয়। ফলে যথাযথ নীতি প্রণয়ণের জন্য দেশের সকল অংশিজনকে নিয়ে এগুতে হবে। বর্তমান সরকারের আমলে আমরা দেশকে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নতি করতে দেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সর্বদা সজাগ রয়েছেন আমরা মনে করি সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরে যথাযথ নীতি প্রণয়ণে তিনি পদক্ষেপ নিবেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সাংবাদি সমাজের দায়ীত্বের কথাও উল্লেখ করেন।

বর্ধিত NDC প্রণয়ন চূড়ান্তকরণে প্রক্রিয়ার জন্য সুপারিশে বল হয় :

- বাংলাদেশকে একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য, ব্যাখ্যাযোগ্য, কার্বন উদগীরণ হ্রাস করণকে হিসাব করা যায় এমন একটি পুনর্মূল্যায়িত NDC তৈরি করা।
- পুনর্মূল্যায়িত NDC তে এমন কোন খাত সম্পৃক্ত না করা যেখানে দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। যেমন, কৃষিখাত।
- পুনর্মূল্যায়িত NDC তে গ্রীন হাউজ গ্যাস-ভুক্ত নতুন কোন গ্যাসের উদগীরণ হ্রাসের টার্গেট নেয়া যায় কি-না তা খতিয়ে দেখা।
- বাংলাদেশের NDC হতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, বাস্তবায়নযোগ্য এবং যুগোপযোগী। NDC পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনের জ্ঞান এবং যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবনাকে বিবেচনা করা।
- NDC পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং অংশগ্রণ মূল করতে দেশের নাগরিক সমাজ, গবেষক, উন্নয়ন কর্মী, উন্নয়ন সহযোগীদেরও যুক্ত করা।
- NDC পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ বান্ধব ভাবনাকে উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসাবে দেখার সাবেকি ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে দেশকে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।

বার্তা প্রেরক
আল ইমরান
রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট (পলিসি এন্ড এডভোক্যাসি)
সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি)